কাল অতিমারীঃ কবিতা

ধীমান চক্রবর্তী

ব্যক্তিগত - ১১৩

আকাশ। নীলচে আভা। তারা ঘরে ঢুকে। --
কাঠ চেরাই গলা এবং আলো পরিস্কার করে।
রাস্তায় বেরোনোর আগে। আজকাল মানুষ
মৃত্যুর কথা ভাবছে।
ঘুমের মধ্যে গাছ খোদাই দিয়ে। --
কে যেন দরজার হাতল আঁকলো।
ফোঁটা ফোঁটা জল দিয়ে।প্রতিদিন সবুজ দরজা।
মধ্য বয়স নিয়ে আমি আমার পাশে বসে থাকি --
বইয়ের পাতা
খুলে।
কোথাও কি টেলিফোন বাজছে কিংবা
একটু অন্ধকার।
মৃত্যু দেখতে দেখতে। আমিও ইদানীং
কান্নাকে ভালোবাসতে শিখে গেছি।

ব্যক্তিগত - ১১৫

রাত। লম্বা ওয়াগন। শ্মশানের পাশ কাটিয়ে। --
লণ্ঠন। পার হয়ে যায় যুগ যুগ জীও।
এলেকট্রিক তার খেয়ে ফেলে। -- ঠান্ডায় মারা
যাওয়া বরফ। তার পাঁচালি।
বৃষ্টি টোকা দিচ্ছে এক অন্যরকম
বৃষ্টির দরজায়। বাটিক ছাপ অ্যপার্টমেন্টে।
প্রসারিত তালু এবং জীবন। না কি অল্প বিজনও।
কোনো কোনো দিন । জ্বালাতে চায় মোমবাতি।
পাল্কি। দাঁতে নখ কাটছে অবিকল
বয়ে যাওয়া ঠুমকি।

স্বরলিপিতে রক্ত লেগে । অনেকটা
রক্ত লেগে মানুষের আধ-খাওয়া রুটি,
চপ্পল, লম্বা রেললাইন ও তোমাদের মেহেফিলে ।

ব্যক্তিগত - ১১৯

টেবলে ঘুমিয়ে পড়েছে 'সুযোগ'। ভোর হতে
অনেক দেরি। পাশে বসে।
হেসে হেসে কথা বলছে অন্ধকার। কখনো সখনো
সে গান গেয়ে উঠলে, ছলকে নামে আলো ।
ভ্রমণের কিছু আগাম থাকে। হয়তো নোঙরও
থাকে। ছায়াশূন্য । কখনো বা তামস ।
এই পৃথিবীতে মাংস, হাড় এবং গড়ানো
রক্তের সাথে পোড়ানো হচ্ছে চেতনা।
তোমরা কি তাদের আঁকশি দিয়ে টেনে এনেছিলে ?
সে তো থেকেই যাবে। মৃত্যুর ঐ আলো-অন্ধকারে ।
তবুও তুমুল মানুষ। হাত নাড়ে
পরিযায়ী পাখিদের। হাত নাড়ে। ভাঙা কলসির
গড়িয়ে আসা জলকে।

ব্যক্তিগত - ১৩০

নৌকোর স্বরলিপিতে সত্যিই। অনেকটা
আষাঢ় মাস খুললো। সমস্ত হিলিয়াম
প্রজাপতি। গিলটি করা বাক্সে ঘুমায়।
পাশে টিনের তলোয়ার।
জঙ্গল ছড়ানো ছায়া। ক্রমশ সবুজ হয়ে এলো।
এক দুপুর দূরত্ব। প্লাষ্টিক খামে
ভরা মৃতদেহ । একে অপরকে অনুসরণ করছে ।
খামের জিপার কি তারা নিজেরাই টেনেছিল ?
যে মেয়েদের। ডান অথবা
বাঁ-পা নেই, নীল মাছেরা তাদের নিয়ে
সমুদ্রে নেমে যায়। মৃত্যুর আগে
কি আছে। জানতে, কোনও কোনও মানুষ
জন্মানোর আগেই আত্মহত্যা করে !

ব্যক্তিগত - ১৬০

গাছ কখনও কখনও পাখি বদল করে।
বদল করে রোদচশমা। আলোমাখা রাত।
হঠাৎ চাবি দিয়ে খুলে ফেললে,
সেমিকোলনে অনেক মৌটুসি লাগে।
'সব ভালো যার শেষ ভালো'
রাত্রিবেলা আলতা পরে। আরামকেদারার
চোখে চৈত্র পায়।
সোমবার রাত মানে ইচ্ছেপূরণের জন্মদিন।
বুলবুলি লাগা নাকছাবি। নাজুক বর্ষাতি।
হাত ধরে থাকে ঠাকুমার ঝুলি।
অনুবাদে ফুরিয়ে ফেলা অন্ধকার। ভেতরে
বাইরে। এক খুলবো কি খুলবো না পানশালা।
পালতোলা কিচিরমিচির হয়। কখনো অজন্তা
কখনো বা ইলোরা হয়ে দেশলাই জ্বালায় ।

ব্যক্তিগত - ১৬৯

ঘিলুর এই ভঙ্গিমা। যত ধোঁয়া ওড়ালো
তার অনেকটাই বৌঠানময় নক্সা। থালায়
সাজিয়ে আনলে। খুনসুটি আর-- এলাটিন
বেলাটিন ছায়া। সাজানো ছিল তোমার
সমস্ত দুর্বলতাগুলিও।
পতনের অনেক আওয়াজ। নিটোল আনবাড়ি।
নোলক খুলে রঙ্গন দেখাতে চায়। পোড়াকাঠ
এবং শরীর। পরস্পরকে খুব ভালোবাসলে,
চেতনা কোথায় যায় ?
তুমুল উল্লাসে তুমি। এক দুই তিন হয়েছিলে ।
কাগজের নৌকো সাজিয়ে বাবুঘাট।
চাঁদ সওদাগরের ভাঙা লণ্ঠন কিংবা অনেক
রেললাইন হতে চায়।

ব্যক্তিগত - ১৭৫

সাবান ফেনা । স্নানের পর ওয়ালপেপারকে
বিদায় জানায়। 'ভালো আছি' বললেই ।--
আজকাল মনে হয়, সে কি মিথ্যে বলছে?
সকালবেলা বৃষ্টি। আস্তে ধীরে গিলে নেয়
রাস্তার রুলটানা খাতা।
চিতার উপর চিতা সাজানো। বন্দেমাতরম জুড়ে।
অর্ধেক চোখ বন্ধ করে। আগুন এবং অন্ধকার ।
এসব দেখে। ফিল্ম থেকে। হঠাৎ নেমে আসে --
অন্ধকার জানলার সেই মোষ। ঢেকে দেয়
বানভট্টের মুখ ।
সারাদিন মাঝে মাঝেই মনে হয়। আকাশের
ছেঁড়া সাদাগুলোকে। মেরামত করি।
কখনো মনে হয়, একজন চারুকেশী --
চোখদুটোকে হঠাৎ যদি গুলি করতো ।

ব্যক্তিগত - ১৭৭

দুঃখগুলোকে রং করি সকাল-বিকাল।
নীলচে মাস্ক। কয়েককলি গেয়ে, রিড চেপে ধরে
হারমোনিয়ামের। নিজের ভেতর থেকে।--
নিজেই বেরিয়ে আসার জন্য, অন্য কিছু
আজ পর্যন্ত শিখতে পারিনি। সমুদ্রের হলুদ
বালি । শিশুটি নিয়ে এলে। তার মা'-- তিনটে
আঙুল তৈরি করে।
লাসের পাহাড় ছুঁয়ে। উঁকি মারে চাঁদ।
মধ্যরাতে পাঁচজন পুলিশ এবং বেতাল
পঞ্চবিংশতি ভাবে,
সেই চাঁদ কোথা থেকে এলো?

টেবল বাতি জ্বেলে হাঁটছে কলকাতা।
গুনগুন করে হাঁটছে আমার অনন্তশয়ান।

প্রচ্ছায়া - ২১|৯|২২

একটা ছবি। যা আমার নয়।
জীবন। শুধুমাত্র একজন সংখ্যা । সং -- এর
মেলা। গাজন । আছি সেখানেও।
কেউ কেউ। হঠাৎ সত্যি কথা বলে ওঠে।
এক-আধ পশলা । ভবিষ্যত লেগে ।--
নামছে ফায়ার প্লেসে।
খোলা আখতারিবাঈ।
হেঁটে আসে লাবণ্য। বন্য এক গান।
শিস দিতে দিতে। না চেনার ভঙ্গি করছে।
পিছন দরজায়।
শিউরে ওঠা নখরঞ্জনী। হাল্কা ।
তোমার রং, -- না চেনার ভঙ্গি করছে।

আদল - ২৭|৯|২২

আলুথালু থাকলে শিস হয়। নদীমাতৃক
কানামাছি খেলা। বিদেশী আবহাওয়ার
নদী । বয়ে আনলো । প্রতিফলিত
আধপোড়া সিগারেট । -- টোটো চড়ে
রোদচশমায় যায় । রোদ দুঃখ পেলে । --
চশমা উদ্দেশ্যহীন বয়ে যায় আকাশমণিতে ।
ডাইনিং রুমের প্রেমপত্র। একটু নদে
আর কিছুটা নীলকরে। ছুঁয়ে দিলো নীল
ভাঙা গান। আয়নার এক নিজস্ব
আয়না থাকে । সেখানে হেসেছিল
জীবনের শেষ রং। --
তোমার পুড়ে যাওয়া শেষ ব্রেসিয়ার।

ধীমান চক্রবর্তী লেখালিখি ১৯৮০র দশক জুড়ে। ২৫টি কাব্যগ্রন্থ, একটি প্রবন্ধ, একটি ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ। ধীমান সম্পাদনা করেছেন 'কার্তুজ', 'আলাপ', 'কবিতা ক্যাম্পাস' ও বর্তমানে 'ভিন্নমুখ' পত্রিকা। ১৯৯০ সালে 'বিষ্ণু দে পুরস্কার'। ১২টি কবিতার পুরস্কার পেয়েছেন এ পর্যন্ত। ১৯৮০র দশকের বাংলা কবিতার আলোচনায় ধীমানের কবিতা অপরিত্যাজ্য তার বহরে ও বাহারে, গুরুত্বে ও গরিমায়। নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে ওঁর কবিতা। আজও বরাবরের মতোই প্রবহমান ওঁর কবিতা রচনা। যে বৈশ্বিক শীতযুদ্ধকালীন নৈর্ব্যক্তিকতায় শুরু হয় ধীমান চক্রবর্তীর কবিতা তার থেকে একাধিক অন্যত্রে যাতায়াত করেছে ওঁর চিন্তাচরিত্র ও কাব্যভাষা।